অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

# কবি গান

দেখ ভারত মায়ের দুটি বাহু
হিন্দু মুসলমান
একজন যে পালন করে
অন্যে বাড়ায় মান।
বিভেদ ছেড়ে ঐক্য গড়ে
বিদ্বেষ বিষ বিদায় কর
এই ভাবতেই বাড়তে পারে
মোদের দেশের মান
———————২

ব্রিটিশ শাসক আনলো বিভেদ
বাড়িয়ে দিল জাতের প্রভেদ
ঐক্য গড়েই পেতে হবে
মোদের পরিত্রান।
———————১

জওানের আলো পাবে যত
অন্ধকারটা ঘুচবে তত
অনৈক্যকে করতে যে দূর
আনবো নব বিধান।
———————২

আগ্রা ভাগলপুরের ছবি
হটিয়ে দিতে হবে সবই
ইতিহাসকে পালটে ফেল
করে মুক্তি স্নান।

—————২

বিশ্বকবিরচিন্তা নিয়ে
তাঁর লেখনীর সূত্র দিয়েই
লিখতে হবে নতুন কাব্য
গড়তে ঐক্য তান।

—————২

সবাই যদি সাহস করি
দেশের মধ্যে ঐক্য গড়ি
দেশের শত্রু যাবে হটে
দেশ হবে মহান।

—————২

ধর্ম নিয়ে হানাহানি
তৈরী হচ্ছে দেশের গ্লানি
সর্বনাশকে রোধ কর ভাই
বাড়াও ভাতির স্নান।

## কবি গান

রথ ছেড়েছেন আদবানিজী
রামমন্দির বানাতে
বিভেদকামী মাস্তান দল
লাগলো অস্ত্র শানাতে
রথ যাচ্ছে যে পথ দিয়ে
ছড়িয়ে বিভেদ বীজ
এরা আদালতের রায় মানে না
তাই স্তব্ধ ন্যায়াধীশ
সাম্প্রদায়িক বিভেদ আবার
দিচ্ছে দেশে সাড়া
নিরাপরাধ লোকরা তাই
হল ভিটে মাটি ছাড়া।
রাম মন্দির গড়তে এরা
হাতে তুলেছে লাঠি
ঐক্য গড়ার প্রয়াসটাকে
করে দিচ্ছে মাটি
ধর্ম নিয়ে এই অধর্ম
কতদিন আর চলবে
মানুষ তৈরী করতে হবে
যারা এর বিরুদ্ধে বলবে

দাঙ্গা আবার করতে শুরু
এরা ফাঁদছে ষড়যন্ত্র
প্রতিরোধটা শক্ত করো
এখন এটাই হবে মন্ত্র।
কাপড়টাকে না রাঙিয়ে
রাঙাও আগে মন
দেখবে তখন ঐক্যের সুর
বাজছে অনুক্ষন।

## মুকুন্দ দাসের আদলে দেশাত্মবোধক গান

আর কত কাল, বল কত কাল
গভীর ঘুমে তুমি রবে অচেতন
চাহিয়া দেখ ঐ, পুঁজিপতি যত
একতাবদ্ধ হয়ে করিতেছে শোষণ
এখনও যদি তুমি হয়ে থাকো অচেতন
শোষকেরা মিলে উড়াইবে কেতন
আছে যাহা সম্বল, শুধু লোটা কম্বল
নিয়ে যাবে সব ওরা করে নিষ্পেষন
দেশটাকে ভেঙ্গে ওরা করিতেছে খান খান

কত সোনার ছেলের, প্রাণ হল বলিদান
আসাম ও পাঞ্জাবে, সমতল ও পাহাড়ে
বিভেদ কামীদের জ্বলিতেছে হুতাষন
ধর্মের নামে ওরা বিভেদ ছড়ায়
মানুষে মানুষে ভেদাভেদ বাড়ায়
খুনোখুনি লুটপাঠ শুরু হয় চারিধার
অনৈক্যের বীজ করে অনায়াসে রোপন
ধুলি ঝেড়ে উঠে পড় শোষিত জনতা
লাজ ভয় ত্যাগ করো দূর করো ভনিতা
দূর্জয় প্রতিরোধ গড়ে তোলো আজিকে
দূর হয়ে যাবে দেখো পুঁজিবাদী শোষণ।

——————————২

বিভেদ নয় ঐক্য গড়ো
পথে প্রান্তরে
এই কথাটি রাখো অন্তরে

——————১

চণ্ডীদাসে বলেছিল ভাই
সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার উপর নাই।
মানুষকে আজ করো শ্রদ্ধা
সেই সঠিক মন্তরে
এই কথাটি রাখো অন্তরে

———

কবির নায়ক শ্রীচৈতন্য ভাই
প্রচার করেন [illegible] মন্ত্র
[illegible]
[illegible]
[illegible]

———

[illegible]

( ৭ )

বিভেদ ভুলে ঐক্য গড়ো
এই আমাদের কাজ
বিভেদ কামী পুঁজবেরা
পড়ছে রণসাজ।

ধর্মমোহ যাদের আছে
নিছক মনের ভুলে
কেমন করে টানবে তরী
জীবন নদীর কূলে!

নদীতে আজ উঠল তুফান
ভেদাভেদের ঝড়ে
কাণ্ডারীকে ভাবতে হবে
আজকে নতুন করে।

ঝড় তুফানে ভয় পেলে ভাই
চলবে নাকো আজ
সত্য কথা বলতে হবে
এটাই আসল কাজ।

দুনীয়াদারীর খবর যারা
রাখে নিয়ম করে
তাদের কাছে সব ঘটনাই
নিত্য ধরা পরে।

( ৮ )

সারা দেশের হালটাকে আজ
এমন যারা করল
তাদের কাজেই অনেক স্থানে
আগুন জ্বলে উঠল।

রাম মন্দির গড়তে হবে
এক মসৃজিদ ভেঙে
জবরদস্তি করতে হবে
হবেনা ভিখ মেঙে।

হিন্দু মনের আবেগটাকে
দিতেই হবে নাড়া
জমির উপর থাকবে না আর
মসৃজিদটি খাড়া।

এই কারনেই রথ বেরুল
ঘটল অনেক কাণ্ড
গোল বাঁধাতে হ'ল জুড়ো
যত অকাল কুশ্মাণ্ড।

ভাইয়ে ভাইয়ে দাঙ্গা হ'ল
মরল মানুষ জন
বিষিয়ে দিল দেশের মাটি
বেবাক লোকের মন।

লাজ গেল ভাই কত মায়ের
মরল কত শিশু
মানুষগুলো হ'ল কি সব
বিবেক বিহীন পশু !

রথের মাথায় উড়ছে তখন
পদ্ম ফুলের চিহ্ন
রামের নামে শুড়শুড়ি ভাই
উদ্যেশ্যটা ভিন্ন।

গদীর লোভে ঘুরছে ওরা
সেইতো আসল ধান্দা
ভোট কুড়োতেই ওরা সবাই
হ'লো নাছরবান্দা।

দ্বেষ ছড়াতে দক্ষ এরা
বড়ই সিদ্ধ হস্ত
টাকার অভাব হয় না ওদের
করতে ষড়যন্ত্র

ডলার প্রভু সঙ্গে আছে
আছে তাদের মন্ত্র।

দেশের তামাম মানুষ গুলোর
আবেগে দেয় শান
যুক্তিগুলো ভাসিয়ে দেয়
এলে সংশয়েরই বান।

এইদেশেরই অনেক জ্ঞানী
দিয়ে গেছেন শিক্ষা
মিলে মিশে থাকতে হবে
নিয়ে ঐক্য দীক্ষা।

রামকৃষ্ণ ছিলেন গুরু
স্বামিজী তাঁর শিষ্য
সর্ব ধর্মে শ্রদ্ধা নিয়ে
জয় করেছেন বিশ্ব।

তিনিই মোদের শিক্ষা দিলেন
বিভেদ কর দূর
রাম রহিমে ভক্তি রেখে
বাজাও মিলন সুর।

সন্ত কবীর, গুরু নানক
নদের গৌর চাঁদ
বলেছিলেন ছিঁড়তে হবে
সকল বিভেদ ফাঁদ।

হিংসা কিংবা ক্রোধের কথা
কেউ যাননি বলে
মহানজনের আসল বাণী
কেউ যেন না ভোলে।

সত্য কথা গোপন করে
ছড়ায় ওরা দ্বেষ
দেয় মানব ধর্ম জলাঞ্জলী
দেশটা করে শেষ।

ভা-জ-পা ওদের তন্ত্রধারক
পর্ষদ তার সাথী
বজরঙ্গ দল তৈরী আছে
বংশে দিতে বাতি।

দেশটা জুড়ে ওরা করে
আরেক লঙ্কাকাণ্ড
ভবের হাটে তাইতো ফাটায়
বিভেদ নীতির ভাণ্ড।

রুখতে এদের চণ্ডনীতি
ডাক পাঠাতে হবে
সবাই মিলে দিলে সাড়া
সফল হবে তবে।

মাথার মধ্যে এই কথাটাই
রাখতে হবে ভাই
দেশটাকে এক রাখতে হবে
অন্য যে পথ নাই।

মোদের দোষে একবার ভাই
দেশটা হ'ল ভাগ
বৃটিশ শাসক যাবার আগে
করল দেশ বিভাগ।

কত মানুষ নিঃস্ব হ'ল
পুড়লো কত ঘর
৪৪ বছর পার করে দেশ
হ'ল না স্বয়ম্ভর।

আবার কি ভাই টুকরো হবে
আমার দেশের মাটি
সেই কাজেতেই কুচক্রীরা
গড়ল হেথায় ঘাঁটি।

রাম মন্দির আজ যদি ভাই
তৈরী হয়ে যায়
খলিস্থানী উঠবে নেচে
কেই বা তাদের পায় ।

শিখ পথে চলবে যে রাজ
খালিস্থানী নাড়া
স্বাধীন রাষ্ট্র গড়বে তারা
হয়ে ভারত ছাড়া ।

তখন তাদের কেমন করে
রুখবে তুমি ভাই
এই কথাটা আজ আমাদের
চিন্তা করা চাই ।

খৃষ্ঠ ধর্মের তাবৎ মানুষ
পূর্বাঞ্চলে থাকে
মিজোরাম আর মেঘালয়ে
তারাই ঝাঁকে ঝাঁকে ।

তারাও এখন দিচ্ছে নাড়া
স্বাধীন রাষ্ট্রের নামে
বিভাজনটা হলে শুরু
তারা কি আর থামে ?

এসব কথা ভেবে সবাই
মনটা বেঁধে নাও
সবাই কে এক সাথে নিয়েই
মিলন-গীতি-গাও।

✻✻✻✻✻

উপসাগরে যুদ্ধ শুরু
হপ্তা তিনেক আগে
যুদ্ধবাজ পুরবেয়া
আছেন জাপানী রাগে।

আকাশ থেকে পড়ছে বোমা
ইরাক জল বাগে
নিশ্চিহ্ন করিছে মানুষ
জন থেকে বাকি।

[illegible]
[illegible]
[illegible]

বুশ সাহেবের মাতব্বরী
পড়েই গেছে ধরা
শান্তি গেল রসাতলে
কাঁপছে বসুন্ধরা।

আমেরিকার খাস মুলুকে
হচ্ছে মিছিল শত-শত
যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে
করতে হিংসা প্রতিহত।

ফ্রান্স, ইরান আর গ্রেটবিটেনে
একই আওয়াজ ওঠে
অগ্রাহ্য করে এদের
বেবাক রকেট ছোটে।

কুয়েত কেন করল দখল
ইরাকের সাদ্দাম
প্রাণ দিয়ে তাই চোকাতে হবে
আগ্রাসনের দাম।

কিন্তু আমেরিকা করছে দখল
নিত্য নতুন দেশ
চাপিয়ে দিয়ে দিনে দিনে
ক্রীতদাশের ক্লেশ।

ভিয়েতনামে খেয়েছিল
একটি চরম মার
ছোট্ট দেশের জনতা এদের
করল পগার পার।

কিউবা থেকে পেয়েছিল
একটি চরম শিক্ষা
কারণ পেয়েছিলো কিউবামরা
দেশ প্রেমের দীক্ষা।

আখের স্বাদযে নোনতা হল
আমেরিকার কাছে
পাততাড়িটা গোটাতে হল
করার কি বা আছে।

পানামা আর সালভাদোরের
যত মানুষ জন
আগ্রাসনের ভয়ে থাকে
ত্রস্ত অনুক্ষন।

তবু কেন আমেরিকাকে
ত্রাতা বলতে হবে
সব মানুষে এই সত্য
বুঝবে বল কবে।

সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের
বিরুদ্ধেতে তাই
এক ছাতাতে দাঁড়িয়ে পড়ো
যতেক শ্রমিক ভাই।

---

মূল্য—এক টাকা মাত্র

প্রকাশক :—ইন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য